মাহিজিৎ (ক্রিশ) বসু-কে
স্নেহাশীর্বাদসহ—

ভূমিকা

চার দশকের ওপর সাহিত্যচর্চা করা সত্ত্বেও এই প্রথম আমার ছোটোদের গল্প সংকলন। সুতরাং 'কেন' এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক, আর ঠিক ততটাই স্বাভাবিক আমার উত্তরও। উত্তর না বলে স্বীকারোক্তিও বলা যায়। ছোটোদের গল্প লেখার জন্য যে মেধা ও মননের প্রয়োজন, কিংবা সময় ও অবকাশ... আমার পক্ষে তার কোনোটিই সহজলভ্য হয়নি কখনও।

প্রশ্ন হচ্ছে, শ-দুয়েক ছোটোগল্প লিখেছি যখন, তারমধ্যে কি ইচ্ছে করলে ছোটোদের জন্য গোটা কয়েকটা রচনা সম্ভব হতো না! আসলে সেই সম্ভাবনাকে আমিই গুরুত্ব দিইনি। আমি বরাবর ভেবেছি, ছোটোদের গল্প হলেই যে তাকে সাইজে ছোটো হতে হবে, এর যেমন কোনো অর্থ নেই, তেমনই ছোটোদের গল্প মানেই সেখানে অপরিণত মনের আবেগসর্বস্ব কাহিনি হতে হবে, তাও না। বরং ছোটোদের গল্প বলতে গেলেই, তাদের মানসিক গঠন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দরকার বেশি লেখকের। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বাংলা ভাষায় এমন কোনো সিস্টেম নেই, যেখানে ছোটোদের জন্য লেখা গল্পের মান এবং মাপকাঠি নির্ধারণ করা যায়। যার ফলে, এমন অনেক বিষয় নিয়ে কিছু তথাকথিত ছোটোদের লেখক গল্প লিখেছেন বা সাহিত্য রচনা করেছেন, তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে, তা অনেক সময়ই ছোটোদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপযুক্ত নয়। অথচ সেইসব রচনা হই হই করে গ্রন্থিত হয়ে গেছে। আবার তাই বলে উৎকৃষ্ট কিশের সাহিত্য রচিত হয়নি তাও না।

আমি কিশোর মনের উপযুক্ত গল্প লেখার জন্য আসলে নিজেকে প্রস্তুত করার চেস্টা করেছি। মন হয়েছে ছোটোদের জন্য লেখা মানেই তাদের জ্ঞান দেওয়া নয় কিংবা কৌতূহল নিবৃত্তি নয়।

বরং তাদের সুকুমার বৃত্তি কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে, খুব সূক্ষ্মভাবে তার হদিস দেওয়া। গল্প তখনই ছোটোদের ভালো লাগবে, যখন নিজের ভাবনার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদে বা কিশোর পাঠক তার আনন্দ খুঁজে পাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থের কয়েকটি গল্পের মধ্যে ছোটোরা যদি কিছুটা আনন্দের খোরাক পেয়ে যায়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

দক্ষিণ কলকাতা।
১৫.০১.২০২৫

নবকুমার বসু

সূচিপত্র

উপহার	১৩
বাঘ অথবা বিরিয়ানি	২৩
গাছবাবু	৩১
বিপদতারণের বিলাতযাত্রা	৪৯
এক সকালে দুইজনা	৬৭
ফুলতলির গিন্নিমা	৮৩
কথা হবে	৯৭
মন্ত্রীমশাই জঙ্গলে	১১৫
ঐরাবতের উড়ান	১২৫
স্যুইটির ঠিকানা	১৩৭

ছোটোদের
50

উপহার

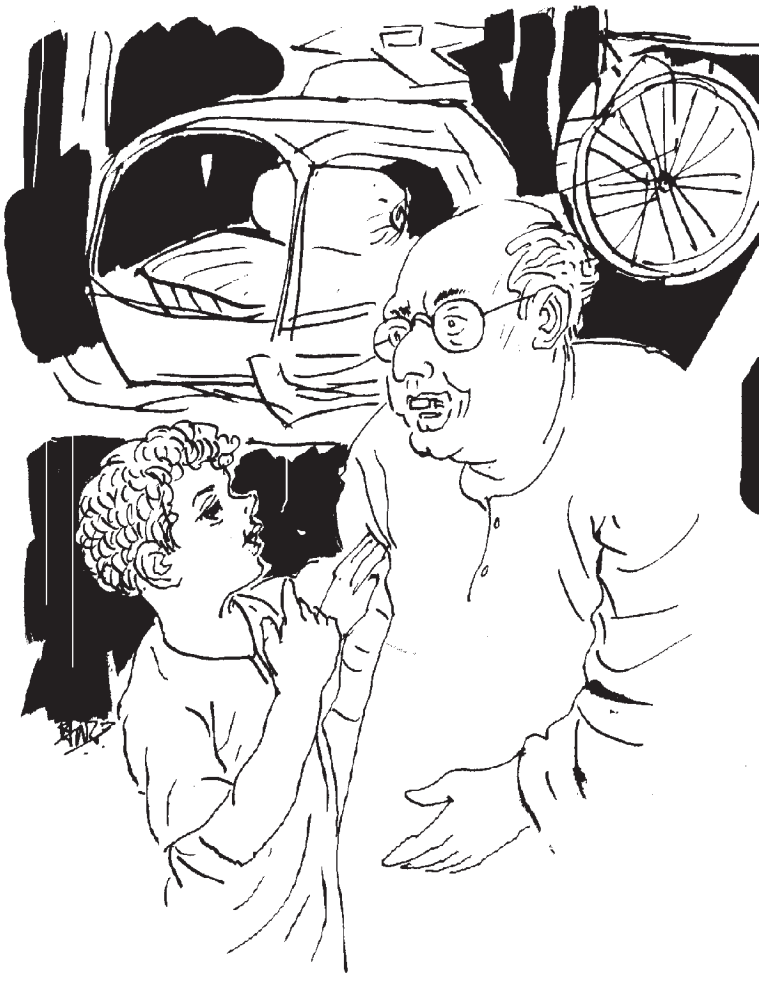

শোভনদেব বাড়িতে ঢোকার আগেই সাত বছরের রোহন ছুটে এল। ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ডাডু... দিস টাইম উই আর গোয়িং টু এ্যান আইল্যান্ড ফর হলিডে।"

শোভন ভিতরে যেতে যেতে বললেন, "তাই নাকি? কোন আইল্যান্ড? কোথায়?"

রোহন একেবারে তৈরিই ছিল। বলল, "কাম ইন, আই উইল শো য়্যু। ইটস কলড সিলি আইল্যান্ড।"

শোভন বললেন, "আচ্ছা, সে তো দারুণ ব্যাপার তাহলে! যাওয়া হবে কী করে?"

"ইয়েস ডাডু, উই শ্যাল ফ্লাই ইন বাই হেলিকপ্টার... কাম টু মাই রুম।"

উত্তেজিত রোহন ছুটল নিজের ঘরে। শোভন মনে মনে ভাবলেন, সিলি আইল্যান্ডের নাম শুনেছেন বটে। ব্রিটিশ সরকারেরই দ্বীপ। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খুব সুন্দর জায়গা। বললেন, "চলো... আমি আসছি।"

রোহন জানে, ওর ডাডু হচ্ছে ড্যাডির ড্যাডি, অর্থাৎ গ্র্যান্ড ড্যাড। কিন্তু ইন্ডিয়ার বেঙ্গলে, গ্র্যান্ড ড্যাডকে 'দাদু' অর্থাৎ 'ডাডু' বলা হয়। সুতরাং

ছোটোবেলা থেকে ও-ও তাই শিখেছে। এমনকি ও নিজে যে ইন্ডিয়ান ব্রিটিশ, সেটাও জানে। ওর মামি জেসিকা হচ্ছে ব্রিটিশ, আর ড্যাডি মিলন হচ্ছে ইন্ডিয়ান, সুতরাং...তবে ডাডুর সঙ্গে খুব ভাব আছে রোহনের। ডাডু আর ও দুজনেই খুব ভালোবাসে দুজনকে। দেখা হলেই নানান কথা, গল্প, হাসাহাসি, খাওয়া-দাওয়া হয়। আর সব কিছুর পরে ডাডু যে রোহনের হাত-পা, পিঠ-মাথা নানান কায়দায় ম্যাসাজ করে দেয়, সেটা ও দারুণ উপভোগ করে। আরামে চোখ বুজে আসে প্রায়। আজকে ওদের হলিডে-র গল্পও হবে।

আসলে রোহনের বাবা-মা দুজনেই ডাক্তার এবং কাজ আর দায়িত্ব নিয়ে বেশ ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া ইংল্যান্ডে তো ঘরে-বাইরের অন্যান্য কাজও সব নিজেদেরই করতে হয়। বাবা-মা দুজনকেই বাড়ি ঘর পরিষ্কার করা, বাজার-দোকান, রান্না, বাসন আর জামাকাপড় ধোয়া, গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি, রোহন আর তার বোন সুলিস-কে স্কুলে, জিমনাস্টিকস-এ, সুইমিং-এ নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা...এই সবই করতে হয়। তারপর সার্জারি অর্থাৎ ডাক্তারি করা তো আছেই। মাঝে মাঝে কম্পিউটার নিয়ে বসেও অনেক কাজ সারতে হয় মিলন আর জেসিকা-কে।

তারপরেও অবশ্য বাবা-মা দুজনেই ওদের সঙ্গে যতটা পারে খেলাধুলো গল্প করে পড়াশোনা দেখে। কিন্তু ডাডুর মতো অত সময় নেই যে, বসে বসে শুধু গল্পই করে যাবে! দাদুও অবশ্য ডাক্তার, রোহন জানে। কিন্তু ডাডু এখন আর প্র্যাকটিস করেন না। বইপত্র পড়েন, লেখেন, টিভি দেখেন আর বছরে দু'বার কয়েক সপ্তাহের জন্য ইন্ডিয়ায় গিয়ে থাকেন। সেই সময়টা রোহন ডাডু আর ঠাম্মা দুজনকেই খুব মিস করে।

তবে ড্যাডি-মামি অবশ্য রোহনদের নিয়ে বছরে দু-তিনবার কোথাও না কোথাও হলিডে করতে যায় আর সেই সময়টা ওদের যে কী আনন্দে কাটে তা আর বলার নয়; সাধারণত প্রত্যেকবারই নতুন কোনও দেশে যাওয়া হয়। আর নতুন দেশে যাওয়া মানেই এরোপ্লেনে চড়া হয় কিন্তু জায়গাগুলো ড্যাডি-মামি এমন ঠিক করে, যেখানে শহরের ব্যস্ততা, ধুলো-

ধোঁয়া কিছু থাকে না আর ওদের খেলাধুলো ঘোরা-বেড়ানোর অনেক সুযোগ থাকে।

রোহনের খুব ইচ্ছে করে, ডাডু-ঠাম্মাও ওদের সঙ্গে হলিডে করতে গেলে বেশ মজা হতো। কেননা তাহলে সারাদিনের ঘোরাঘুরি খেলাধুলো নতুন জায়গা দেখার পরে আবার ডাডুর সঙ্গে গল্প এবং ম্যাসাজ-ও এনজয় করা যেত। কিন্তু সেটা এখনও হয়নি, কেননা ওদের হলিডের সময়টা ডাডু-ঠাম্মা আবার ইন্ডিয়ায় থাকে। তবে ফিরে আসার পরে অবশ্য রোহন ডাডুকে ওর সব ভালো লাগার গল্প বলে।

ডাডুও সেই সব গল্প, রোহনদের নতুন নতুন এক্সপেরিয়েন্স খুব আগ্রহ নিয়ে শোনেন এবং এনজয় করেন। আর রোহন জানে, এগুলোই হচ্ছে ওর ডাডুকে উপহার মানে গিফট দেওয়া। তাছাড়া আর কী-ই বা ও ডাডু-ঠাম্মাকে দিতে পারে! ডাডু-ঠাম্মার তো সবই আছে। তবে এইবার সিলি আইল্যান্ডে ঘুরে আসার গল্পটা যে দারুণ ইন্টারেস্টিং হবে, সেটা আগে থাকতেই বুঝেছে রোহন। কেননা ও ড্যাডির কাছে শুনেছে, ডাডু ওই আইল্যান্ডে যাননি আগে। সুতরাং শোভন ঘরে আসতেই, রোহন একটা বড়ো মানচিত্র নিয়ে বসে পড়ল, ডাডুকে সিলি আইল্যান্ডটা কোথায়, কোন দিকে, কীভাবে যাওয়া যায়—এইসব বোঝাতে আর দেখাতে।

ডাডু খুবই মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন এবং দেখলেন। তারপর বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক!"

রোহন বলল, "ডাডু, আমি ওই হেলিকপ্টার রাইডটার জন্যই এবার খুব এক্সাইটেড।"

শোভনদেব বললেন, "আমিও। কেন বলো তো? কেননা আমি এই বয়স পর্যন্ত এখনও কোনোদিন হেলিকপ্টারে চড়িনি।"

এই কথা শুনে রোহনের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। বলল, "রিয়েলি! আমি সেটা জানতাম না তো!" ওর মুখটা ভার হয়ে গেল। কেননা ওর ডাডু জানে না এবং করেনি, এমন কিছুই পৃথিবীতে আছে বলে

রোহন মনে করে না। মনে আছে খুব ছোটোবেলাতেই ডাডুর জন্মদিনে রোহনরা একটা গিফট দিয়েছিল। তাতে একটা সুন্দর নেমপ্লেট-এর মতো তক্তায় লেখা ছিল- 'মাই ড্যাডি নোজ এ লট অব থিংস। বাট মাই ডাডু নোজ এভরিথিং!'

অর্থাৎ ডাডুর ব্যাপারে কোনও কথা হবে না। ডাডু সব জানে। কিন্তু ডাডু যে হেলিকপ্টার চড়েনি সেটা...

কী আর করা যাবে! এখন তো রোহন আর চেষ্টা করেও ডাডুকে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে সিলি আইল্যান্ড নিয়ে যেতে পারবে না! মনটা খারাপ লাগবেই ডাডু ওর জন্য কত কী করে... কত জিনিস দেন, অথচ...

ঠিক আছে, ও নিজে আগে ঘুরে তো আসুক, তারপর ডাডুকে হেলিকপ্টার রাইড-এর গল্প বলবে। ডাডু-ঠাম্মা তো সবসময়ই বলে, "তোমাদের কাছ থেকে গল্প শুনলেই আমাদের অনেক কিছু পাওয়া, দেখা হয়ে যায়।"

দশ-বারো দিন পরেই রোহনের ডাক এলো আবার শোভনদেবের কাছে।

"ডাডু আমরা সিলি আইল্যান্ড বেড়িয়ে ফিরে এসেছি। ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক!"

"তা তো হবেই, আমি জানতাম। তোমাদের হেলিকপ্টার রাইড কেমন হল? ডিড য়্যু এনজয়?"

"সেটা সামনাসামনি বলব ডাডু। সেইজন্য স্যাটারডে তোমরা আমাদের বাড়িতে আসবে, ড্যাডি বলেছে।"

শোভন বললেন, "তাহলে তো যেতেই হবে।"

টেলিফোন ছাড়ার আগে রোহন বলল, "ডাডু, দিস টাইম আই হ্যাভ গট আ গিফট ফর য়্যু। ইটস আ সারপ্রাইজ।"

শোভন হেসে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই তো গিফট।

ওকে, সি য়্যু শুন।”

রোহনরা জানে, ডাডু-ঠাম্মা আসা মানেই সেদিন ওদের দারুণ ইন্ডিয়ান ডিনার হয়। যদিও সেগুলো খুব সাধারণ পদ, কিন্তু ওদের কাছে সেগুলো ডেলিশিয়াস! ডাল, বেগুন ভাজা, ঢ্যাঁড়সের তরকারি, একটু স্যামন মাছের ঝোল, চিকেন কারি, আর কয়েকটা টুনা মাছের চপ; শেষে আম যদি থাকে তাহলে আর কথাই নেই।

যথারীতি শনিবার সন্ধে ছ’টার মধ্যেই ডিনার খাওয়া শেষ হয়ে গেল। এরপরে রোহন সারপ্রাইজ গিফট দেবে ডাডু আর ঠাম্মাকে। সেই গিফট নাকি ও ছ’দিন ধরে বানিয়ে রেখেছে ওদের ভিতরের বসার ঘরে। সুতরাং সেখানে যেতে হবে। ঘরের দরজা খোলামাত্র অবাক হয়ে গেলেন শোভনদেব।

বাড়ির নানান জিনিস দিয়ে রোহন নিজের ভাবনামতো একটা হেলিকপ্টার বানিয়েছে। বিছানা-বালিশ-কম্বল, ছোটো বড়ো চেয়ার-টেবিল-মোড়া, লম্বা কাঠের তক্তা, প্লাস্টিকের রঙিন পাইপ, মোটা দড়ি, ক্রিকেটের উইকেট, হেলমেট, পুরোনো সাইকেল-এর চাকা, পা-রাখার ছোটো কাঠের সিঁড়ি, নাইলনের রেলিং…কত কিছু যে কাজে লাগিয়েছে ভাবা যায় না।

একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শোভনদেব। আর রোহন তখন ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে, সব আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিতে লাগল ডাডুকে। “দিস ইজ দ্য ককপিট, এটা পাইলটের সীট, এখানে প্যাসেঞ্জারদের বসার জায়গা। এটা হচ্ছে ম্যানেজারের কেবিন, এটা লকডোর, এটা স্কাই উইন্ডো, এগুলো হচ্ছে উইংস, এটা রোটর ব্লেড, এটা ল্যান্ডিং স্কিড, এটা র‍্যাডার, এটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক। দিস ইজ ইয়োর গিফট ডাডু, ডু য়্যু লাইক ইট?”

সাত বছরের রোহনকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিলেন শোভন। আদর করে বললেন, “এর থেকে বড়ো গিফট আমি জীবনে আর কখনও পাইনি! আয়াম সো গ্রেটফুল ডার্লিং!”

রোহন একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, “বাট দিস ইজ আ হেলিকপ্টার ডাডু। বড়ো হয়ে আমি তোমার অন্য একটা রিয়েল হেলিকপ্টার গিফট দেব। তখন যত ইচ্ছে উড়ে বেড়াবে এক থেকে আর একটা দ্বীপে।”

শোভনদেব টের পেলেন আনন্দে তাঁর চোখ থেকে অজান্তেই জল গড়িয়ে পড়ছে। রোহন তাঁকে একটা গোটা হেলিকপ্টার উপহার দিয়েছে নিজের হাতে বানিয়ে, এ কী কম ভালোবাসা!